যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালীন পরিবেশকে ক্ষতির হাত হতে সুরক্ষা প্রদান বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী ঃ ৬ই নভেম্বর ২০০২

যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালীন পরিবেশের ক্ষতি রোধের প্রয়াস চালানোর আহবান

৬ই নভেম্বর ২০০২, যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালে পরিবেশকে ক্ষতির হাত হতে সুরক্ষা প্রদান বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেন ঃ

আজ এই প্রথমবারের মতো, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত, যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালে পরিবেশকে ক্ষতির হাত হতে সুরক্ষা প্রদান বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হচ্ছে।

যুদ্ধ কেবল মানুষের দুর্ভোগের কারণ ঘটায় না। এটা পরিবেশের জন্যেও ধ্বংসাত্মক হতে পারে। শান্তি প্রতিষ্ঠার বহু পরেও প্রায়শই যুদ্ধের পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব রয়ে যায়

সশস্ত্র বিরোধ কিভাবে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা নির্ধারণের জন্যে জাতিসংঘকে এখন নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই ধরণের কার্যক্রমে যুদ্ধের ব্যাপক পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে ; এগুলোর মধ্যে রয়েছে বোমা বর্ষণের ফলে তেল এবং রাসায়নিক পদার্থের নির্গমন জনিত দূষণ; সশস্ত্র সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছা লুটপাট; স্থলমাইন, অবিস্ফোরিত গোলাবারূদ ও অন্যান্য যুদ্ধোত্তর জঞ্জালের দ্বারা ভূমি, জীবিকা এবং জীবনের ক্ষতিসাধন; এবং পানি, জীববৈচিত্র ও অন্যান্য পরিবেশগত সেবার উপর দিয়ে গণহারে মানুষের চলাচল জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

আন্তর্জাতিক কনভেনশনসমূহের মাধ্যমে পারমাণবিক, রাসায়নিক এবং জীবাণু অস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আনা হয়েছে; কিন্তু ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম অ্যামুনিশন-এর মত নতুন প্রযুক্তিসমূহ পরিবেশের জন্যে অজানা আরো হুমকি বয়ে এনেছে। যুদ্ধজনিত পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি শান্তি পুনরুদ্ধার ও সমাজ পুনর্গঠনের পথেও অন্তরায়।

এটা হতে যে ব্যাপারটি আমাদেরকে শিক্ষা করতে হবে তা হলো, আধুনিক যুদ্ধ বিষয়ক কর্মকান্ডে পরিবেশগত আইন সংযোজন প্রয়োজন, ঠিক যেমনভাবে পূর্বেকার যুদ্ধগুলোতে বেসামরিক জনগণ ও যুদ্ধবন্দীদের উপর যুদ্ধের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

যুদ্ধজনিত পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রতিটি পর্যায়ে অবশ্যই প্রয়াস চালাতে হবে। যেহেতু পরিবেশ বিপর্যয় যুদ্ধের একটি অবধারিত ফলাফল, কাজেই এটি কখনও স্বতঃপ্রণোদিত লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই যুদ্ধের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটানোর সকল প্রকার কর্মকান্ডকে সর্বোতভাবে নিন্দা জানাতে হবে।

তবে শান্তিকালীন সময়েও আমাদেরকে পরিবেশ সুরক্ষা করতে হবে। আমাদের অভিন্ন নিয়তির খাতিরেই আমাদেরকে পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে এই পৃথিবীর সম্পদ সংরক্ষণ করায় সহায়তা করা প্রতিটি ব্যক্তি, প্রতিটি সংস্থা এবং প্রতিটি সরকারের দায়িত্ব। আমাদের উচিত হবে এই একটি মাত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া।

** ** **